সা ত দি ন

২ সেপ্টেম্বর : সরকার আবার গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে। নতুন এ মূল্য তালিকায় গ্যাসের দাম শতকরা ৩.৫২ ভাগ বেড়েছে বলে জ্বালানি মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে।

বরগুনায় আওয়ামী লীগ-বিএনপি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কারণে ১৪৪ ধারা অব্যাহত এবং আওয়ামী লীগের ১২ জন গ্রেপ্তার।

৩ সেপ্টেম্বর : বিএনপি ও চারদলীয় জোট প্রফেসর ইয়াজউদ্দিনকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন দিয়েছে।

রাজশাহীতে বিএনপির সশস্ত্র ক্যাডাররা আসাম কলোনিতে তান্ডব চালিয়ে সেখানে বসবাসরত কয়েকটি পরিবারের বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দুই ছিনতাইকারীকে গণধোলাই শেষে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়।

৪ সেপ্টেম্বর : প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদের পক্ষে বিএনপি'র ৯ নেতা, নির্বাচনী কর্তা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এমএ সাঈদের কাছে ৪টি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে ৯ জনের মৃত্যু ও ২২ ব্যক্তি আহত হয়েছে।

বুয়েটের মেধাবী ছাত্রী সাবেকুন্নাহার সনি হত্যাকান্ডের আসামি রফিক ওরফে বাবুকে (৩২) মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ চাঁনখারপুল এলাকা থেকে গ্রপ্তার করেছে।

৫ সেপ্টেম্বর : নারায়ণগঞ্জে পল্লী বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে ১০ জনের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

চারদলীয় জোট প্রার্থী প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন।

৬ সেপ্টেম্বর : প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ দেশের ১৮তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ) নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত ডা. হাদি-জাহিদ প্যানেল জয়লাভ করে।

৭ সেপ্টেম্বর : ৫০ জন শ্রমিক-কর্মচারীর বদলির আদেশ দেয়ায় তিতাস গ্যাস কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ওএসডি এবং প্রশাসন বিভাগের একজন ডিজিএমকে বরখাস্ত করা হয়েছে। গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটি।

বুয়েটে আমরণ অনশনরত ছাত্রদের ৬ জনকে অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

৮ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় খোলার এক মাসের মাথায় আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও হামলায় বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা ভিসির পদত্যাগ দাবি করে।

রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন

বিএনপি'র চমক

লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম**

প্রবীণ শিক্ষাবিদ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে জনাব ইয়াজউদ্দিনের এই মনোনয়ন ছিলো একেবারেই অপ্রত্যাশিত। রাষ্ট্রপতি হিসেবে যাদের নাম শোনা গিয়েছিলো তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন না। কেউই ধারণা করেননি যে তাকে রাষ্ট্রপতি করা হবে। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন নিজেই স্বীকার করেছেন, প্রধানমন্ত্রী তাকে ডেকে নিয়ে তার এই মনোনয়নের কথা না জানান পর্যন্ত তিনি এ বিষয় স্বপ্নেও ভাবেননি। বিএনপি'র নেতৃস্থানীয় অনেকেই বিষয়টি জানতেন না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এটা গোপন রাখা হয়েছিলো।

বিএনপি নেতৃত্ব এই ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে নতুন রাষ্ট্রপতি মনোনয়নের ব্যাপারে তাই যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। দলীয় ব্যক্তিত্ব যে বিভীষণ হয়ে উঠতে পারে এই ভীতি তাদের মধ্যে কাজ করেছে। অথচ দলের বাইরের ব্যক্তির ওপরও তারা ভরসা করতে পারছিলেন না।

এই অবস্থায় বিএনপি আওয়ামী লীগের মতো বিচারপতি সাহাবুদ্দীনকে বেছে নেয়ার অভিজ্ঞতাকে অনুসরণ করেছে। বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের মতো রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্য ছিলেন। এবং সেখানেও তিনি হঠাৎ করে আসেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি হিসেবে তিনি স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলনেও শামিল ছিলেন। বিশেষ করে '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় শিক্ষক সমিতির সভাপতি হিসেবে তার এই ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। পরবর্তীতে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের সদস্য হিসেবেও রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন তার প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তার এই গুণাবলীই সম্ভবত রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিএনপি নেতৃত্ব, বিশেষ করে বেগম জিয়া তাকে বেছে নিয়েছেন। তবে এর মধ্য দিয়ে বিএনপি নেতৃত্বের কিছুটা হলেও প্রজ্ঞারও পরিচয় মিলেছে। ডা. বি চৌধুরীকে কেন্দ্র করে যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে তাতে বিএনপিকে রাজনৈতিকভাবে আরও পরিপক্ব করেছে। তারা তাই আর দলীয় পরিমন্ডলে নিজেদের চিন্তাকে আটকে রাখেনি। দলের বাইরে তাকিয়েছে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে জনাব ইয়াজউদ্দিনের মনোনয়ন তারই ফল।

রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

তা ছাড়া রাষ্ট্রপতি হিসেবে ইয়াজউদ্দিনের এই নির্বাচন বিএনপি'র বিরুদ্ধে

দলীয়করণের অভিযোগকেও অনেকখানি খন্ডন করবে। বিরোধী দল আওয়ামী লীগ অবশ্য রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বলেছে যে তিনি বিএনপি ঘরানারই লোক। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তার এই নির্বাচন নির্দলীয় চেহারা পেয়েছে। মানুষ মনে করছে যে একজন নির্দলীয় ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতির উচ্চাসনটি দেয়া হলো। তার ওপর শিক্ষাবিদ হিসেবে ড. ইয়াজউদ্দিনের ভাবমূর্তিও জনমনে এই ধারণা সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়ে গেছে। আগামী পাঁচ বছর জনাব ইয়াজউদ্দিন রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সংসদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির পদটি আলঙ্কারিক কোনো সন্দেহ নেই। তারপরও রাষ্ট্রপতি পদের যে সাংবিধানিক গুরুত্ব ও রাজনৈতিক মর্যাদা আছে সেটাও বিশেষভাবে খেয়ালে রাখার বিষয়। বিশেষ করে জাতীয় নির্বাচনের সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এই পদের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। এটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তার প্রমাণ পাওয়া যায় দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের ভূমিকার। তিনি সেদিন সংবিধান বর্ণিত দায়িত্ব পালন করে সেনাবাহিনী প্রধানকে নিবৃত্ত না করলে বাংলাদেশের শাসন ইতিহাস হয়তো ভিন্নভাবে লেখা হতো। বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন নিয়ে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। অবশ্য এ কারণে তাকে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। যাই হোক রাষ্ট্রের সংবিধান ও নিরাপত্তার প্রশ্নে রাষ্ট্রপতির যে ভূমিকা রয়েছে সেটাও এই পদকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

এ ধরনের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন এই গুরুদায়িত্ব নিলেন। ইতিমধ্যেই তিনি বলেছেন যে, সংবিধান অনুসারে তিনি তার দায়িত্ব পালন করবেন। সেই ক্ষমতা যে সীমিত সেটা সবাই জানে। তবে সংবিধানের ধারা একজন রাষ্ট্রপতিকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না। রাজনৈতিক সংকটে, জাতির কোনো ক্রান্তিকালে ঐ সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই রাষ্ট্রপতিকে এমন ভূমিকা পালন করতে হয় যা জাতিকে পথ নির্দেশনা দিতে পারে। সংকট উত্তরণে সহায়তা করতে পারে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে এই কামনা কেবল তার কাছেই করা যায়। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন তার ক্ষমতা ও কর্তব্যের সঙ্গে এই দায়িত্বের কথাও যদি স্মরণ রাখেন তবেই দেশের মঙ্গল। দেশের মানুষ তার কাছ থেকে সেটাই আশা করবে।

বিএনপি: পালাবদল

বিএনপির ভেতরে কট্টরপন্থিরা আবারো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বিদায়ের মধ্য দিয়ে নতুন করে তাদের যাত্রা শুরু হয় এবং ইয়াজউদ্দিন আহমেদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে থামে। তবে ক্ষমতার রাজনীতি নিয়ে উদারপন্থিদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে চলমান স্নায়ুযুদ্ধে তাদের জয় হয়েছে। এই দুই পন্থির কোটারি রাজনীতি থেকে দলকে মুক্ত রেখে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে দুই গ্রুপের বাইরে আরেক গ্রুপ তারেক রহমানকে রাজনীতিতে নিয়ে আসে। বিএনপির একাধিক নেতা জানান, বিএনপি সরকার গঠনের প্রায় দেড় বছর আগ থেকে গত আট মাস পর্যন্ত কট্টরপন্থিরা দলের ভেতরে অনেকটা নির্বাসিত ছিলেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে মনোনয়ন এবং নির্বাচিত হওয়ার পর মন্ত্রিপরিষদ গঠন– সবকিছুই উদারপন্থিদের সুপারিশে হয়েছে। সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ ও বদলিতে তাদের মনোনীত প্রার্থীরাই অগ্রাধিকার পেয়েছে। এমনকি ৩টি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র ও কমিশনার পদে এই গ্রুপের লোকেরাই অধিকাংশ মনোনয়ন পেয়েছে। এ সময় কট্টরপন্থিদের দূর থেকে অবলোকন করা ছাড়া আর কোনো ভূমিকা ছিলো না।

বদরুদ্দোজা চৌধুরীর শূন্য পদে কে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন এ নিয়েও দুই গ্রুপের সঙ্গে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। দুই গ্রুপের সঙ্গের জের হিসেবে ইয়াজউদ্দিন মনোনিত হন। কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা যায় তার প্রতি দলীয় কর্মীদের সমর্থন ছিলো।

এ সম্পর্কে কট্টরপন্থিদের শীর্ষস্থানীয় এক নেতা বলেন, বিএনপি জাতীয় নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সত্ত্বেও তথাকথিত উদারপন্থিদের ভুল রাজনীতির কারণে গৌরব ধরে রাখা যাচ্ছে না। এর জবাবে উদারপন্থিদের নেতৃত্বদানকারী এক নেতা বলেন, কট্টরপন্থিরা তাদের ছোট করতে গিয়ে এমন সব কান্ড ঘটাচ্ছে, এতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। দুই গ্রুপের বাইরের এক নেতা জানান, বিএনপির জন্মলগ্ন থেকে দুই গ্রুপের দ্বন্দ্বের কারণে সাংগঠনিক কাঠামোর ভীত শক্ত হতে পারেনি। তাই কোটারি রাজনীতি বন্ধের লক্ষ্যে ঐকমত্যের প্রতীক হিসেবে তারেক রহমানের রাজনীতিতে প্রবেশ ঘটেছে। বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সব সময়ই কোটারি রাজনীতির বিরুদ্ধে এবং সব মতের নেতা-কর্মীদের নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন বলে নেতাদের অনেকেই উল্লেখ করেন। তারা বলেন, দলের প্রতি ক্রান্তিকালেই দেখা যায় এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে কোণঠাসা করে সামনে চলে আসে। এতে কর্মীরা হতাশাগ্রস্ত হয় এবং দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই কোটারি রাজনীতি বন্ধ এবং দলকে পুনর্গঠিত করার লক্ষ্যে দলের চেয়ারপারসন তার জ্যেষ্ঠপুত্র তারেক রহমানকে রাজনীতিতে নিয়ে আসেন বলে দলের তরুণ নেতারা জানান। ইতিমধ্যে তারেক রহমানের রাজনৈতিক সফরগুলোতে ব্যাপক সমাবেশ ঘটছে। দলের ভেতরে নিরপেক্ষ লোক হিসেবে দেখতে চাইছে বলেই তার সভায় লোকসমাগম ঘটছে। এ ব্যাপারে দলের মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া বলেন, উদারপন্থি বা কট্টরপন্থি বলে কিছু নেই, সবাই বিএনপি পরিবারের সদস্য। গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক চর্চায় সবার মতামত প্রকাশ খুবই জরুরি। বিএনপিতেও তা থাকতে পারে। তাই বলে এটাকে দুই গ্রুপে বিভাজন করা ঠিক হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শারদ রহমান

ছাত্রদলের আহবায়ক কমিটি ঘোষণা

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া গত ৯ সেপ্টেম্বর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের স্থগিত কমিটির সাহাবউদ্দিন লাল্টুকে আহ্বায়ক করে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেন। আহ্বায়ক কমিটির তিনজন যুগ্ম আহ্বায়ক হচ্ছেন– এবিএম মোশাররফ হোসেন, মনির হোসেন, আজিজুল বারী হেলাল। আহ্বায়ক কমিটির ২৭ জন সদস্য হলেন– রেহানা আক্তার রানু, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, এটিএম আব্দুল বারী ড্যানি, শফিউল বারী বাবু, মামুন হাসান, কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপু, সেলিমুজ্জামান সেলিম, ফরহাদ হোসেন আজাদ, নূরুল ইসলাম নয়ন, হারুন-অর-রশিদ হারুন, শামসুজ্জামান মেহেদী, আমিরুল ইসলাম আলিম, শহীদুল ইসলাম বাবুল, জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, আব্দুল কাদের জুয়েল, আব্দুস সাত্তার, হায়দার আলী লেলিন, আসাদুজ্জামান আসাদ, হাসান মামুন, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, রফিকুল আলম মজনু হাবিবুর রশিদ হাবিব, এমএম জিলানী, শাম্মী আকতার, আসাদুজ্জামান মুরাদ, খন্দকার মিজানুর রহমান খোকন, মুক্তার আহমেদ। নবঘোষিত কমিটি আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সব ইউনিয়নের সম্মেলনসহ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলন সমাপ্ত করবে।

চট্টগ্রাম বন্দরে সপ্তম নৌবহর আট লাখ ডলারের শপিং

চট্টগ্রাম থেকে **সুমি খান**

মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ সপ্তম নৌবহরের একটি ফ্রিগেট এবং একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে আসছে। সে উপলক্ষে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কৌশলগত দিকসমূহ সম্প্রতি যাচাই করে গেছে তিন সদস্যবিশিষ্ট মার্কিন সার্ভে টিম। বলেনি প্রকৃত উদ্দেশ্য। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের নিশ্চিত পরাজয় আশঙ্কায় বাঙালির বিজয় ঠেকাতে তৎকালীন মার্কিন প্রশাসনের নির্দেশে বঙ্গোপসাগরের দিকে রওনা হয়েছিল সপ্তম নৌবহর, উল্লসিত হয়েছিলো পাকিস্তানি হানাদার গোষ্ঠীর এদেশীয় দোসররা। এবার মরবে বাঙালি! না, তাদের সেই উল্লাস অন্তত তখনকার মতো থেমে গিয়েছিলো। সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে পৌঁছার আগেই বাঙালি ছিনিয়ে নিয়েছিলো মহান স্বাধীনতা লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, তিতিক্ষার বিনিময়ে।

কী উদ্দেশ্যে এতো নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা যাচাই করে সপ্তম নৌবহরের একটি অংশের চট্টগ্রাম বন্দর সফর? বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান (অবঃ) জুলফিকার আলীসহ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠিত ক'জন শিল্পপতি এবং শিপিং ব্যবসায়ীর সঙ্গে গত ৪ সেপ্টেম্বর বুধবার তিন সদস্যবিশিষ্ট মার্কিন সার্ভে টিমের বৈঠক হলেও সফরের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কেউই কিছু জানেন না। একজন বলছেন, আট লাখ ডলারের কেনাকাটা করবে তারা, এতে চট্টগ্রামবাসীর গর্ববোধ করা উচিত।

এ নিয়ে পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে শিল্পপতি বা বন্দরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে বেশ কানাঘুষা চলছে। কেউ বলছেন- এটা বা 'শুভেচ্ছা সফর'- এতো প্রশ্নের কী আছে? এসব মার্কিন বিদ্বেষী চক্রের অকারণ কৌতূহল। আবার কেউ বলছেন 'আসলেই কি তাই? তবে কেন তারা বন্দরের হাঁড়ির খবর, নাড়ির খবর নিয়ে এতো উৎসাহ দেখাচ্ছে? এতো নাছোড়বান্দাই বা কেন?' বন্দর চেয়ারম্যান চট্টগ্রামের বাইরে থাকায় এ ব্যাপারে তার মতামত জানা সম্ভব হয়নি।

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যেহেতু স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তির হাতিয়ার হিসেবে মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ সপ্তম নৌবহর চিহ্নিত, স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ এ ব্যাপারে স্পর্শকাতর ও কৌতূহলী। তাছাড়া বন্দরের ডুবোজাহাজ বা ডুবুরি আছে। কর্ণফুলির গভীর থেকে জাহাজ বিধ্বংসী কোনো নাশকতামূলক শক্তির অস্তিত্ব নিশ্চিত হওয়া, জেটির পাইল গোল বা চারকোনা—এ ধরনের খুঁটিনাটি প্রশ্নবাণে কর্মকর্তাদের জর্জরিত করা তথ্য যাচাইয়ে প্রশ্ন তুলেছে সংশ্লিষ্ট অনেকের মনে, শঙ্কিত হয়েছেন তারা।

কোনদিন আসবে বা কতোদিন থাকবে এই ফ্রিগেট এবং জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে? এ প্রশ্নের জবাবে মার্কিন সার্ভে টিমের সদস্যরা অস্পষ্টভাবে বললেন- 'এ মাসের মাঝামাঝি বা শেষে এসে তিন থেকে পাঁচ দিন থাকবে হয়তো।' এখানেও অস্পষ্টতা। পাল্টা প্রশ্ন করলেন তারা, 'তোমাদের ডুবুরিদের পুলিশি তদন্ত রিপোর্ট আছে তো তাদের সার্বিক তথ্যসহ? এরা আবার কোন ধরনের নাশকতা করতে সফল হবে কি-না যাচাই করে জানাও।' বন্দরের বহিঃনোঙ্গরের জাহাজ বন্দরে ঢুকতে নির্ভর করতে হয় বন্দরের স্টাফদের ওপর, এক্ষেত্রে সেটাও সমস্যা তাদের জন্য। তবু চট্টগ্রাম বন্দর সফর মার্কিন রণতরী সপ্তম নৌবহরের জন্য জরুরি।

দে • য়া • ল • লি • পি

সোনার ছেলে

বিচারপতি সাত্তার যেবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন সেবারে ত্রিশ জনের বেশি এই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এই জনা ত্রিশেক মানুষকে জনপ্রিয় উপস্থাপক প্রয়াত ফজলে লোহানী 'সোনার ছেলে' বলে অভিহিত করেছিলেন। এই সোনার ছেলেদের একজন ৪৮ ঘন্টার মধ্যে দুর্নীতি দমন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিলো, এটা কিভাবে সম্ভব? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'দুর্নীতিবাজদের বাঘে খাওয়াবো। যদি রয়েল বেঙ্গল টাইগার দুর্নীতিবাজদের খেয়ে শেষ করতে না পারে, তবে প্রয়োজনবোধে আফ্রিকা থেকে সিংহ আমদানি করা হবে। গোপনীয়তা আরোপের পর জোট সরকার তাদের মনোনীত নতুন রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিনের নাম ঘোষণা করে গত তিন সেপ্টেম্বর। তবুও চার সেপ্টেম্বর কার্পেট ব্যবসায়ী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক রাষ্ট্রপতি হতে চেয়ে তার মনোনয়নপত্র নিয়ে গিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনে। প্রহরীরা প্রথমে তাকে ঢুকতে দেয়নি। পরে তিনি চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন। বক্তৃতার ঢঙে বলেন, 'আমাকে ঢুকতে দেয়া না হলে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে। ঈশ্বরের নির্দেশে আমি মনোনয়ন জমা দিতে এসেছি।' উল্লেখ্য, তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ নিয়ে এলেও প্রস্তাবক এবং সমর্থক হিসেবে দু'জন সংসদ সদস্যের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে সমর্থ হননি। ৬০ বছর বয়স্ক প্রকৌশলী আলি আহমেদ চৌধুরীও গিয়েছিলেন তার মনোনয়নপত্র জমা দিতে। তার বক্তব্য ছিলো, 'দু'জন সংসদ সদস্যের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে বহুবার আমি প্রধানমন্ত্রীর অধিদপ্তরে ও বিরোধীদলীয় নেত্রীর বাসভবনে গিয়েছি। কিন্তু আমাকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। এদিক থেকে ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ভাগ্যবান। তবে তার খুশি হবার অভিব্যক্তি ছিলো চোখে পড়ার মতো!

লুট

ছবির নাম আছে লুটতরাজ। প্রতিদিন বহু লুটপাটের খবর আমরা পত্রিকার পাতায় পড়ি। ঢাকা কলেজের ছাত্রদলের ছেলেরা মিষ্টি লুট করে সেই মিষ্টি দিয়ে মিষ্টি মুখ করার খবরও আমরা পড়েছি। তবে পত্রিকার কল্যাণে অভিনব এক লুটের খবর পাওয়া গেছে। কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার ডুলাহাজারা ইউনিয়নের মালুমঘাট বাজারের বিমলনাথ বন বিভাগের জমি লিজ নিয়ে সেখানে শূকরের খামার গড়ে তুলেছিলেন। স্থানীয় চাঁদাবাজরা তার কাছে চাঁদা দাবি করেছিলো। না পেয়ে সশস্ত্র চাঁদাবাজরা বিমলনাথের পাঁচটি শূকর লুট করে নিয়ে যায়। অবশ্য সেটা দিয়ে এরপর তারা 'মিষ্টি মুখের' মতো 'শূকর মুখ' করেছে কি না জানা যায়নি।

এমন তো কথা ছিলো না

এ মাসের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা থাকলেও সেটি হচ্ছে না। তাহলে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি খোলা? উত্তর হচ্ছে, বন্ধ। একুশে টিভি কি চলছে? উত্তর হচ্ছে, বন্ধ। আদমজীর অবস্থা কি? উত্তর হচ্ছে, বন্ধ এবং তার কোনো পর নেই। বয়স্ক ভাতা কি দেয়া হচ্ছে? উত্তর হচ্ছে— না, বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাভাতা? উত্তর- বন্ধ। টিএসসি কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের কার্যক্রম? উত্তর, এক রকম বন্ধ। তাহলে কি আছে খোলা? কি এমন আছে যা বন্ধ হবার কথা থাকলেও বন্ধ হয়নি বরং গতিশীলতা বেড়েছে? উত্তরের জায়গা অনেক। প্রিয় পাঠক কিছু শব্দ বসিয়ে আপনাকে গাইড লাইন দেয়া হলো। এরপর মনের মতো করে আপনি শূন্যস্থান পূরণ করুন। উত্তর : খুন, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, অপহরণ, চাঁদাবাজি...

আহসান কবির